অন্নংভট্ট বিরচিত

তর্কসংগ্রহ
ও
তর্কসংগ্রহদীপিকা

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

দীপক কুমার বাগচী

পদ দেওয়া হয়েছে উক্ত লক্ষণের শব্দত্বে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, বিভিন্ন প্রকার শব্দে অনুগত ধর্মরূপে বর্তমান শব্দত্ব জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং তা শ্রোত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ফলে শব্দের লক্ষণে অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু শব্দের লক্ষণে 'গুণ' পদ থাকায় ঐ অতিব্যাপ্তি হয় না। কেননা শব্দত্ব শ্রোত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলেও গুণ নয়, তা জাতি। আবার, শব্দের লক্ষণে 'শ্রোত্র' পদ থাকায় রূপাদি গুণে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। কেননা রূপাদি গুণ হলেও শ্রোত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। শব্দ কেবলমাত্র আকাশ নামক দ্রব্যে থাকে। শব্দ আকাশের গুণ।

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন শব্দ দু'প্রকার ঃ ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং বর্ণাত্মক শব্দ। "বর্ণাত্মকঃ সংস্কৃত ভাষাদিরূপঃ"। অর্থাৎ 'যে শব্দ ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণে বিভক্ত হয় এবং যা সংস্কৃতাদি ভাষাতে পাওয়া যায়—তাই বর্ণাত্মক শব্দ'। "ধ্বন্যাত্মকো ভের্যাদৌ"। অর্থাৎ 'যে শব্দ ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণে বিভক্ত হয় না তাকে ধ্বনি বলে'। ভেরী (drum) ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র থেকে যে শব্দ নির্গত হয়, যাকে পৃথক পৃথক বর্ণে বিভক্ত করা যায় না, তাই ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় বলেছেন—উৎপত্তির দিক থেকে শব্দ তিন প্রকার ঃ সংযোগজন্য, বিভাগজন্য ও শব্দজন্য শব্দ। ভেরী ও দণ্ডের সংযোগ থেকে উৎপন্ন শব্দ সংযোগজন্য শব্দ। বাঁশকে চিরলে বাঁশের দুটি অংশের বিভাগ থেকে উৎপন্ন চট্‌চট্ শব্দ বিভাগজন্য শব্দ।

ভেরী ও দণ্ডের সংযোগ হতে শব্দ উৎপন্ন হলে ভেরী প্রভৃতির দেশ হতে আরম্ভ করে শ্রোতার শ্রোত্র ইন্দ্রিয় পর্যন্ত দ্বিতীয়াদি যে শব্দসমূহ উৎপন্ন হয় তা শব্দজন্য শব্দ। অর্থাৎ ভেরী ও দণ্ডের সংযোগ হতে আকাশে যে প্রথম শব্দ উৎপন্ন হয়, ঐ শব্দ হতে দ্বিতীয়, তৃতীয়াদিক্রমে শব্দান্তর উৎপন্ন হতে হতে শ্রোতার শ্রোত্র ইন্দ্রিয় পর্যন্ত ঐ ক্রম চলে। ঐ দ্বিতীয়াদি শব্দসমূহ শব্দজন্য শব্দ।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ। কর্ণ ইন্দ্রিয় হচ্ছে কর্ণবিবরবর্তী আকাশ। আকাশে শব্দ সমবেত, অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কর্ণ ইন্দ্রিয় বলতে আকাশকে বোঝায় এবং শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ বলে কর্ণ ইন্দ্রিয়ই শব্দ গ্রহণে সমর্থ হয়।

ত. সর্বব্যবহারহেতুঃ গুণঃ বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্।

ত. দী. বুদ্ধের্লক্ষণমাহ সর্বেতি। কালাদৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় গুণ ইতি। রূপাদৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় সর্বব্যবহার ইতি। জানামি ইতি অনুব্যবসায়গম্যজ্ঞানত্বমেব লক্ষণম্ ইত্যর্থঃ।

বুদ্ধি বা জ্ঞান (Buddhi or Knowledge)

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণ দিয়েছেন এভাবে ঃ "সর্বব্যবহারহেতুঃ গুণঃ বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্"। অর্থাৎ 'যে পদার্থটি সকল ব্যবহারের প্রতি কারণ, সেই গুণস্বরূপ

পদার্থই জ্ঞান এবং জ্ঞান বুদ্ধির নামান্তর বা বুদ্ধি জ্ঞানের নামান্তর; যা বুদ্ধি, তাই জ্ঞান; যা জ্ঞান, তাই বুদ্ধি। বুদ্ধি ও জ্ঞান অভিন্ন'। সাংখ্য মতে, বুদ্ধি ও জ্ঞান অভিন্ন হতে পারে না; কারণ বুদ্ধি অচেতন প্রকৃতি হতে উদ্ভূত প্রথম তত্ত্ব। সাংখ্যমতে, বুদ্ধিবৃত্তিতে আত্মা বা পুরুষের প্রতিবিম্ব বা প্রতিফলন হলে জ্ঞান হয়। কিন্তু অন্নংভট্ট ন্যায়দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গৌতমকে অনুসরণ করে বুদ্ধি ও জ্ঞানকে অভিন্ন বলেছেন। মহর্ষি গৌতম বলেছেন : "বুদ্ধিঃ উপলব্ধিঃ জ্ঞানম্ ইতি অনর্থান্তরম্"। অর্থাৎ 'বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান শব্দগুলি ভিন্নার্থক নয়, তারা একই পদার্থকে বোঝায়।' জ্ঞান আত্মা নামক দ্রব্যের গুণ। তাই জ্ঞান গুণ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। বুদ্ধি ও জ্ঞান অভিন্ন। তাই অন্নংভট্টের মতে, যা বুদ্ধির লক্ষণ, তাই জ্ঞানের লক্ষণ, আবার যা জ্ঞানের লক্ষণ, তাই বুদ্ধির লক্ষণ।

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণ দিয়েছেন : 'সর্বব্যবহারহেতুঃ গুণঃ'। 'জ্ঞান হল গুণ যা সকল ব্যবহারের প্রতি কারণ'। ব্যবহার বলতে গ্রহণ, বর্জন, উপেক্ষা, শব্দব্যবহারকে বোঝায়। কোন পদার্থের ব্যবহার সম্ভব হয় যদি ব্যবহারকারীর ঐ পদার্থ বিষয়ে জ্ঞান থাকে। ব্যবহারের প্রতি ব্যবহারকর্তা, বিষয় প্রভৃতি কারণ, কিন্তু জ্ঞানই ব্যবহারের প্রতি অসাধারণ কারণ হয়। ব্যবহার বলতে গ্রহণ, বর্জন, উপেক্ষাকে বোঝালেও তর্কসংগ্রহ গ্রন্থের টীকাকারেরা ব্যবহার বলতে শব্দ ব্যবহারকেই বুঝিয়েছেন। তাই জ্ঞান বা বুদ্ধির লক্ষণটির অর্থ হল—'যে পদার্থ গুণস্বরূপ এবং সকল শব্দ ব্যবহারের অসাধারণ কারণ তাই জ্ঞান বা বুদ্ধি'।

প্রশ্ন হতে পারে : বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণে প্রদত্ত 'গুণ', 'সর্বব্যবহারহেতু' প্রভৃতি শব্দের কি প্রয়োজন?

অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় বলেছেন : জ্ঞানের লক্ষণে গুণ শব্দ না দিলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হত। 'জ্ঞান সকল শব্দ ব্যবহারের প্রতি কারণ'। ("সর্বব্যবহারহেতুঃ জ্ঞানম্")—এইমাত্র জ্ঞানের লক্ষণ হলে কাল, দিক্ প্রভৃতিতে জ্ঞানের লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যেত, কেননা কালাদি পদার্থও সকল শব্দ ব্যবহারের প্রতি কারণ হয়। ফলে উক্ত লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হত। কিন্তু জ্ঞানের লক্ষণে 'গুণ' শব্দ দিলে কালাদিতে অতিব্যাপ্তি হবে না, কেননা কাল, দিক্ সকল শব্দ ব্যবহারের প্রতি কারণ হলেও গুণ নয়, তারা দ্রব্য পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জ্ঞান গুণস্বরূপ পদার্থ। তাই অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় বলেছেন : "কালাদৌ অতিব্যাপ্তি বারণায় গুণ ইতি'।

'জ্ঞান হচ্ছে গুণ'—এইমাত্র জ্ঞান বা বুদ্ধির লক্ষণ হলে জ্ঞানের লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হত। কেননা রূপ, রস প্রভৃতিও গুণ হওয়ায় জ্ঞানের লক্ষণ রূপাদিতে সমন্বয় হয়ে যেত। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য অন্নংভট্ট জ্ঞানের লক্ষণে 'সর্বব্যবহার হেতু' শব্দগুচ্ছ সংযোজিত করেছেন। রূপ, রস প্রভৃতি গুণ হলেও শব্দ ব্যবহারের প্রতি কারণ হয় না। কিন্তু জ্ঞান হল গুণস্বরূপ পদার্থ যা সকল শব্দ ব্যবহারের প্রতি কারণ। তাই অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় বলেছেন : "রূপাদৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় সর্বব্যবহার ইতি"।

"সর্বব্যবহারহেতুঃ গুণঃ"—জ্ঞান বা বুদ্ধির এই লক্ষণও যথার্থ নয়। কেননা এইমাত্র জ্ঞানের লক্ষণ হলে লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হয়। ন্যায়মতে নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে জ্ঞান দু'প্রকার। কিন্তু নির্বিকল্প জ্ঞান অব্যপদেশ্য। নির্বিকল্পক জ্ঞান নিষ্প্রকারক জ্ঞান, বিশেষণবর্জিত বস্তুর স্বরূপ মাত্রের জ্ঞান বলে এই জ্ঞান শব্দের দ্বারা অভিলাপযোগ্য বা প্রকাশযোগ্য হয় না। ফলে নির্বিকল্পক জ্ঞান শব্দব্যবহার বা কোন ব্যবহারের প্রতি কারণ হয় না। তাই 'জ্ঞান সকল শব্দ ব্যবহারের প্রতি কারণ'—জ্ঞানের এই লক্ষণ নির্বিকল্পক জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমন্বয় হয় না বলে লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হয়।

তাই অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় জ্ঞানের লক্ষণ দিয়েছেন ঃ "জ্ঞানত্বমেব লক্ষণম্"। অর্থাৎ 'জ্ঞানত্বই জ্ঞানের লক্ষণ'। যা জ্ঞানত্ব জাতির আশ্রয় তাই জ্ঞান। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন ঃ "বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্"। এখানে জ্ঞান শব্দের দ্বারা তিনি জ্ঞানত্ব জাতিকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, যাতে জ্ঞানত্ব থাকে, তাই জ্ঞান। যাতে জ্ঞানত্ব নাই, তা জ্ঞান পদবাচ্য হতে পারে না। জ্ঞানের এই লক্ষণ নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক—উভয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমন্বয় হয়ে যায়, যেহেতু উভয় জ্ঞানেই জ্ঞানত্ব আছে। তাই লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হয় না।

অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় বলেছেন ঃ 'অনুব্যবসায়-এর দ্বারা জানা যায় যে জ্ঞানত্ব, তাই জ্ঞানের লক্ষণ' ("জানামি ইতি অনুব্যবসায়গম্যজ্ঞানত্বম্ এব লক্ষণম্ ইত্যর্থঃ")। ন্যায়মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ নয়। তাই যে ক্ষণে জ্ঞান হয়, সেই ক্ষণে জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করে, কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করে না। অর্থাৎ ঐক্ষণে জ্ঞান অপ্রকাশিতই থাকে। পরক্ষণে ঐ জ্ঞানকে (ব্যবসায় জ্ঞান) বিষয় করে আর একটি জ্ঞান (অনুব্যবসায়) হয় যার দ্বারা জ্ঞান জ্ঞাত বা প্রকাশিত হয়। তাই ন্যায়মতে জ্ঞান অনুব্যবসায়গম্য। যেমন চক্ষুর সঙ্গে ঘটের সন্নিকর্ষ হলে প্রথমে 'এটা ঘট' ('অয়ং ঘটঃ') এরূপ ব্যবসায় জ্ঞান (প্রাথমিক জ্ঞান) হয়। পরক্ষণে 'আমি জানি যে এটা ঘট' ('ঘটম্ অহং জানামি') এরূপ অনুব্যবসায় জ্ঞান বা মানস প্রত্যক্ষ হয়। এই অনুব্যবসায়-এর দ্বারা জ্ঞান প্রকাশিত হয় বা জ্ঞাত হয়। অনুব্যবসায় হল জ্ঞানের জ্ঞান। ঐ জ্ঞানে ও অন্যান্য জ্ঞানে যে জ্ঞানত্ব আছে তাও জানা যায় অনুব্যবসায়-এর দ্বারা। এরূপ অনুব্যবসায় দ্বারা জানা যায় যে জ্ঞানত্ব, সেই জ্ঞানত্বই জ্ঞানের লক্ষণ।

অন্নংভট্ট বুদ্ধি বা জ্ঞানের তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন ঃ (১) জ্ঞান হল গুণস্বরূপ; (২) জ্ঞান সকল শব্দ ব্যবহারের প্রতি কারণ এবং (৩) জ্ঞান হল অনুব্যবসায় দ্বারা জ্ঞাত যে জ্ঞানত্ব, সেই জ্ঞানত্ব বিশিষ্ট। প্রশ্ন হতে পারে ঃ এই তিনটির মধ্যে জ্ঞানের কোন্ লক্ষণটি সঙ্গত?

'জ্ঞান হল গুণস্বরূপ' জ্ঞানের এই লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট বলে সঙ্গত নয়। 'জ্ঞান হল সকল শব্দ ব্যবহারের প্রতি কারণ'—জ্ঞানের এই লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট বলে সঙ্গত নয়। আবার 'জ্ঞান হল গুণ যা সকল শব্দ ব্যবহারের প্রতি কারণ ("সর্বব্যবহারহেতুঃগুণঃ")—জ্ঞানের এই লক্ষণটিও (প্রথম ও দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের মিলিত

রূপ) অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট বলে সঙ্গত বলা যায় না। লক্ষ্যের (এক্ষেত্রে লক্ষ্য হল জ্ঞান) অসাধারণ ধর্ম যা লক্ষ্যকে অন্যবস্তু হতে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক করে তাই লক্ষণ পদবাচ্য। টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে, জ্ঞানের প্রথম ও দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য জ্ঞানের পরিচায়ক বা জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা করে মাত্র, তা জ্ঞানকে অন্য বস্তু হতে ব্যাবৃত্ত করে না। কিন্তু লক্ষণ মাত্রই ইতরব্যাবর্তক হয়। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয়টি জ্ঞানের লক্ষণ হতে পারে না।

'যাতে জ্ঞানত্ব আছে, তাই জ্ঞান' ('জ্ঞানত্বম্ এব লক্ষণম্')—এটিই বুদ্ধি বা জ্ঞানের সঙ্গত লক্ষণ। জ্ঞানত্ব ধর্ম জ্ঞানের অসাধারণ ধর্ম এবং তা জ্ঞানকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করে (ইতর ব্যাবর্তক)।

ত. সা দ্বিবিধা, স্মৃতিঃ অনুভবশ্চ। সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ।

ত. দী. স্মৃতের্লক্ষণমাহ সংস্কারেতি। সংস্কারধ্বংসে অতিব্যাপ্তিবারণায় জ্ঞানমিতি। ঘটাদিপ্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তিবারণায় সংস্কারজন্যম্ ইতি। প্রত্যভিজ্ঞায়াম্ অতিব্যাপ্তিবারণায় মাত্রেতি।

স্মৃতি (Memory)

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন ঃ জ্ঞান দু'প্রকার—স্মৃতি ও অনুভব।

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে স্মৃতির লক্ষণ দিয়েছেন এভাবে ঃ "সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ"। অর্থাৎ 'কেবলমাত্র সংস্কারের দ্বারা উৎপন্ন যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই স্মৃতি'।

পূর্ব অনুভবজন্য সংস্কারের উদ্‌বোধ হলে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। ন্যায়দর্শনে সংস্কার শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সংস্কার বলতে ভাবনা, বেগ ও স্থিতিস্থাপককে বোঝায়। দীপিকাটীকায় অন্নংভট্ট সংস্কার বলতে ভাবনা নামক সংস্কারকে (psychical trace) বুঝিয়েছেন। পূর্বে অনুভব না হলে স্মৃতি হয় না। তাই অনুভব স্মৃতির কারণ। অনুভবের নাশ হলে অনুভব থেকে জীবাত্মায় সংস্কার উৎপন্ন হয়, যা স্মৃতির অব্যবহিত পূর্বে থেকে স্মৃতির কারণ হয়। অনুভব থেকে উৎপন্ন এই পদার্থই ভাবনা নামক সংস্কার। ভাবনা নামক সংস্কার আত্মার ধর্ম। বেগ, স্থিতিস্থাপক ভৌতিক ধর্ম, আত্মার ধর্ম নয়। ভাবনা নামক সংস্কার থেকে উৎপন্ন জ্ঞানই স্মৃতি।

"সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতি"—অর্থাৎ 'স্মৃতি হল সেই জ্ঞান যা কেবলমাত্র সংস্কার থেকে উৎপন্ন, অন্য কিছু হতে উৎপন্ন নয়'—স্মৃতির লক্ষণের এরূপ যথাশ্রুত অর্থ করলে লক্ষণে অসম্ভব দোষ হবে। কেননা সংস্কার স্মৃতির নিমিত্ত কারণ এবং ন্যায়মতে কেবল নিমিত্ত কারণ হতে কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। আত্মা সমবায়িকারণরূপে এবং আত্ম-মনঃসংযোগ অসমবায়িকারণরূপে সকল জ্ঞানের কারণ হয়। সুতরাং স্মৃতির লক্ষণের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করলে স্মৃতির লক্ষণ কোন স্মৃতি জ্ঞানেই সমন্বয় হবে না। তাই স্মৃতির উক্ত লক্ষণের অর্থ করতে হবে—'যে জ্ঞানে কেবল সংস্কারই কারণ হয়, চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় কারণ হয় না, তাই স্মৃতি।'

স্মৃতির লক্ষণে—'জ্ঞান', 'সংস্কারজন্য' এবং 'মাত্র' শব্দ সংযোজিত হয়েছে। অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় উক্ত শব্দগুলির প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন।

অন্নংভট্ট বলেন—স্মৃতির লক্ষণে যদি 'জ্ঞান' শব্দ দেওয়া না হত, তাহলে উক্ত লক্ষণের সংস্কারধ্বংসে অতিব্যাপ্তি হত। 'জ্ঞান' শব্দ না দিলে স্মৃতি লক্ষণটি হবে—'যা সংস্কারমাত্রজন্য তাই স্মৃতি' ("সংস্কারমাত্রজন্যং স্মৃতিঃ")। সংস্কারধ্বংসও সংস্কার জন্য। কোন বস্তুর ধ্বংসের প্রতি সেই বস্তু নিজেও কারণ হয়। ধ্বংসের প্রতি তার প্রতিযোগী কারণ হয়। সংস্কারধ্বংসের প্রতি সংস্কারও কারণ। সুতরাং সংস্কারধ্বংস সংস্কারজন্য। স্মৃতিও সংস্কারজন্য হওয়ায় স্মৃতির লক্ষণ সংস্কারধ্বংসে সমন্বয় হয়ে যায়। ফলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। কিন্তু স্মৃতির লক্ষণে 'জ্ঞান' শব্দ দিলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হবে না। কেননা সংস্কারধ্বংস সংস্কারজন্য হলেও জ্ঞান নয়। কিন্তু স্মৃতি হল জ্ঞান। তাই অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় বলেছেন—"সংস্কারধ্বংসে অতিব্যাপ্তিবারণায় জ্ঞানমিতি"।

অন্নংভট্ট বলেন—স্মৃতির লক্ষণে যদি 'সংস্কারজন্য' শব্দগুচ্ছ দেওয়া না হত, তাহলে উক্ত লক্ষণের প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হত। 'সংস্কারজন্য' শব্দগুচ্ছ না দিলে স্মৃতির লক্ষণটি হবে—'স্মৃতি হল জ্ঞান' ("জ্ঞানং স্মৃতিঃ")। স্মৃতির এরূপ লক্ষণ ঘটাদি প্রত্যক্ষে সমন্বয় হয়ে যাবে। ঘটাদির প্রত্যক্ষও জ্ঞান। স্মৃতিও জ্ঞান। স্মৃতির লক্ষণ ঘটাদির প্রত্যক্ষে সমন্বয় হওয়ায় লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। কিন্তু স্মৃতির লক্ষণে 'সংস্কারজন্য' শব্দগুচ্ছ দিলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হবে না। কেননা ঘটনাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলেও সংস্কারজন্য নয়। কিন্তু স্মৃতি সংস্কারজন্য জ্ঞান। তাই অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় বলেছেন—"ঘটাদিপ্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তিবারণায় সংস্কারজন্যম্ ইতি"।

অন্নংভট্ট বলেন—স্মৃতির লক্ষণে যদি 'মাত্র' শব্দ দেওয়া না হত, তাহলে উক্ত লক্ষণের প্রত্যভিজ্ঞাতে অতিব্যাপ্তি হয়। 'মাত্র' শব্দ না দিলে স্মৃতির লক্ষণটি হবে—'স্মৃতি হল সেই জ্ঞান যা সংস্কারজন্য' ("সংস্কারজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ")। প্রত্যভিজ্ঞা সংস্কার হতে উৎপন্ন জ্ঞান। স্মৃতি সংস্কার হতে উৎপন্ন জ্ঞান বলে স্মৃতি প্রত্যভিজ্ঞা হয়ে যাবে। কোন স্থানে ও কালে পূর্বে প্রত্যক্ষ হয়েছে এমন কোন পদার্থের যদি অন্য কোন স্থানে ও কালে পুনরায় প্রত্যক্ষ হয় এবং তখন যদি পূর্বের প্রত্যক্ষজন্য সংস্কারের উদ্‌বোধ হয়, তাহলে ঐ উদ্বুদ্ধ সংস্কার ও প্রত্যক্ষজনক সামগ্রী হতে যে জ্ঞান হয়, তাই প্রত্যভিজ্ঞা। যেমন, পূর্বে কোন স্থানে ও কালে দেবদত্তকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তখন জ্ঞান হয়েছিল—'অয়ং দেবদত্তঃ'। এখন এখানে দেবদত্তের সঙ্গে চক্ষুর সংযোগ হলে যদি পূর্বের প্রত্যক্ষজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় তাহলে আমার জ্ঞান হয় 'সঃ অয়ং দেবদত্তঃ'। এই জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞা এবং তা সংস্কারজন্য। স্মৃতিকে সংস্কারজন্য জ্ঞান বললে উক্ত লক্ষণ প্রত্যভিজ্ঞাতে প্রযোজ্য হয়ে যাবে এবং লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। কিন্তু স্মৃতির লক্ষণে 'মাত্র' শব্দ দিলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হবে না। কেননা প্রত্যভিজ্ঞা সংস্কারজন্য

জ্ঞান হলেও কেবলমাত্র সংস্কারজন্য জ্ঞান নয়। প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। প্রত্যভিজ্ঞা সংস্কার ও ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান। কিন্তু স্মৃতি কেবলমাত্র সংস্কারজন্য জ্ঞান। তাই অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় বলেছেন—"প্রত্যভিজ্ঞায়াম্ অতিব্যাপ্তিবারণায় মাত্র ইতি"।

সুতরাং "সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ" স্মৃতির এই লক্ষণ যথার্থ।

ত. তদ্‌ভিন্নং জ্ঞানং অনুভবঃ। স দ্বিবিধঃ—যথার্থঃ অযথার্থশ্চ।

ত. দী. অনুভবং লক্ষয়তি তদভিন্নমিতি। স্মৃতিভিন্নং জ্ঞানম্ অনুভব ইত্যর্থঃ। অনুভবং বিভজতে স দ্বিবিধ ইতি।

অনুভব

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে অনুভব-এর লক্ষণ দিয়েছেন এভাবে : "তদভিন্নং জ্ঞানম্ অনুভবঃ"। দীপিকাটীকায় এর ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন—'অনুভব হল স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞান'। অনুভব দু'প্রকার : যথার্থ অনুভব ও অযথার্থ অনুভব।

ত. তদ্‌বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ। যথা রজতে ইদং রজতম্ ইতি জ্ঞানম্। সৈবপ্রমা ইতি উচ্যতে।

ত. দী. যথার্থানুভবস্য লক্ষণমাহ তদবতি ইতি। ননু ঘটে ঘটত্বম্ ইতি প্রমায়াম অব্যাপ্তিঃ ঘটত্বে ঘটাভাবাৎ ইতি চেৎ ন। যত্র যৎ সম্বন্ধঃ অস্তি তত্র তৎ সম্বন্ধানুভবঃ ইত্যর্থাৎ ঘটত্বে ঘটসম্বন্ধঃ অস্তি ইতি ন অব্যাপ্তিঃ। সৈব ইতি। যথার্থানুভব এব শাস্ত্রে প্রমা ইতি উচ্যতে ইত্যর্থঃ।

প্রমা (Veridical anubhava)

অন্নংভট্ট যথার্থ অনুভবকে প্রমা ও অযথার্থ অনুভবকে অপ্রমা বলেছেন। তাঁর মতে, যথার্থ অনুভবত্বই প্রমার লক্ষণ। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে যথার্থ অনুভব বা প্রমার লক্ষণ দিয়েছেন এভাবে : "তদ্‌বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ" অর্থাৎ 'যে অনুভব তৎবতি তৎপ্রকারক তাই যথার্থ অনুভব বা প্রমা'। প্রমার লক্ষণস্থিত 'তৎ' শব্দের অর্থ প্রকার এবং 'তৎবৎ' শব্দের অর্থ হল 'যাতে ঐ প্রকার আছে'। সুতরাং প্রমার লক্ষণকে এভাবে বলা যায় : 'বিষয়টি যে ধর্ম বিশিষ্ট অনুভব যদি বিষয়টিকে সেই ধর্মবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত করে তাহলে সেই অনুভব হবে যথার্থ অনুভব বা প্রমা'। যেমন, যেখানে রজত আছে সেখানে যদি 'ইদং রজতম্' এরূপ অনুভব হয়, তাহলে সেই অনুভব হবে যথার্থ অনুভব বা প্রমা।

আবার, যেখানে ঘট আছে সেখানে 'এটি ঘট' ('অয়ং ঘটঃ') এরূপ অনুভব হলে তা হবে যথার্থ অনুভব বা প্রমা। সাধারণভাবে বলা হয়, 'অয়ং ঘটঃ' জ্ঞানটি ঘটবিষয়ক। কিন্তু ন্যায় মতে, এই জ্ঞানে কেবলমাত্র ঘটই বিষয় হয়নি, ঘটত্বও বিষয় হয়েছে। এই জ্ঞানে ঘট বিষয় হয়েছে বিশেষ্য রূপে, ঘটত্ব বিষয় হয়েছে প্রকার রূপে। সাধারণত

প্রকার বলতে বিশেষণকে বোঝায়। কিন্তু প্রকার ও বিশেষণের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। বিশেষণ বস্তুর ধর্ম, প্রকার কিন্তু তা নয়। একটি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই কোন কিছুর বিশেষ্য বা প্রকাররূপে জ্ঞান হয়। বিশেষ্য জ্ঞানের সেই অংশ যা কিছুর দ্বারা বিশেষিত। প্রকার জ্ঞানের সেই অংশ যা এই বিশেষ্যকে অন্য বিশেষ্য হতে বিশেষিত বা পৃথক করে। ঘটস্থলে 'অয়ং ঘটঃ' এরূপ অনুভব ঘটবিশেষ্যক ঘটত্বপ্রকারক অনুভব। এই অনুভব যথার্থ বা প্রমা। এই অনুভবের বিশেষ্য ঘটে যে ঘটত্ব ধর্ম (তৎ) আছে, অনুভবে সেই ঘটত্ব ধর্মই (তৎ) প্রকার হওয়ায়, এই অনুভব 'তদ্‌বতি তৎপ্রকারক' অনুভব। অন্যভাবে বলা যায়, অনুভবে যে ধর্ম প্রকার হয় অনুভবের বিশেষ্যে যদি সেই ধর্ম থাকে, তাহলে সেই অনুভব প্রমা। ঘটস্থলে 'অয়ং ঘটঃ' এরূপ যে অনুভব, তা প্রমা বা যথার্থ অনুভব। এই অনুভবের বিষয় ঘট হচ্ছে উক্ত অনুভবের বিশেষ্য এবং ঘটত্ব হচ্ছে প্রকার। ঘটত্ব ধর্মটি বস্তুত ঘটে আছে। ঘট (বিশেষ্য) ঘটত্ব ধর্মের (প্রকার) অধিকরণ হয়েছে। প্রমার লক্ষণস্থিত 'তৎবৎ' পদের অর্থ অধিকরণ। তাই বলা হয়েছে, সেই অনুভবই প্রমা যে অনুভবের বিশেষ্য প্রকারের অধিকরণ হয়। ঘটস্থলে 'অয়ং ঘটঃ' এরূপ অনুভবে যে ঘটনিষ্ঠ বিশেষ্যতা আছে, তার উক্ত বিশেষ্যতা নিরূপিত ঘটনিষ্ঠ প্রকারতাও আছে। তাই ঘটস্থলে 'অয়ং ঘটঃ' এরূপ অনুভব যথার্থ অনুভব বা প্রমা।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে অন্নংভট্ট যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা না বলে যথার্থ অনুভবকেই প্রমা বলেছেন। যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা বললে যথার্থ স্মৃতিতে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হত। কেননা যথার্থ স্মৃতি যথার্থ জ্ঞান বলে যথার্থ স্মৃতিতে প্রমার লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যেত। কিন্তু ন্যায়মতে, স্মৃতি, যথার্থ বা অযথার্থ যাই হোক না কেন, প্রমা নয়। স্মৃতিরূপ জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক হলেও স্বতন্ত্র নয়, কারণ তা নিজ বিষয়ের স্পষ্ট অনুভব সাপেক্ষ। সুতরাং যথার্থ অনুভবত্বই প্রমার লক্ষণ (''যথার্থানুভব এব শাস্ত্রে প্রমা ইতি উচ্যতে'')।

অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত প্রমার লক্ষণের বিরুদ্ধে অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা করেছেন। তিনি বলেছেন—প্রমার লক্ষণ 'অয়ং ঘটঃ' এই প্রমা স্থলে প্রযোজ্য হলেও 'ঘটে ঘটত্বম্' এই প্রমা স্থলে, উক্ত লক্ষণ সমন্বয় হবে না। কারণ 'ঘটে ঘটত্বম্' এই বাক্যের অর্থ হল 'ঘটত্ব ঘটে আছে' (''ঘটত্বং ঘটবৃত্তিঃ'')। এই অনুভবে ঘটত্ব বিশেষ্য এবং ঘট প্রকার হয়েছে। প্রমার লক্ষণে বলা হয়েছে—প্রকার বিশেষ্যে থাকবে, বিশেষ্য হবে প্রকারের অধিকরণ। কিন্তু ঘট (এস্থলে প্রকার) ঘটত্বে (এস্থলে বিশেষ্য) থাকে না। ঘটত্ব ঘটের অধিকরণ হয় না। বরং ঘটত্বই ঘটে থাকে, ঘটই ঘটত্বের অধিকরণ হয়। সুতরাং 'ঘটে ঘটত্বম্' স্থলে বিশেষ্য প্রকারের অধিকরণ না হওয়ায় প্রমার লক্ষণ উক্ত স্থলে সমন্বয় হয় না। ফলে প্রমার লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হয়।

এর উত্তরে অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় বলেছেন—প্রমার লক্ষণের বিরুদ্ধে অব্যাপ্তির আশঙ্কা অমূলক। কেননা প্রমার লক্ষণস্থিত 'তদ্‌বৎ' পদের অন্তর্গত 'বৎ' এর অর্থ অধিকরণ নয়। 'তৎবৎ' এর বিবক্ষিত অর্থ হল ''যত্র যৎ সম্বন্ধঃ অস্তি তত্র তৎ

সম্বন্ধানুভবঃ"। অর্থাৎ 'যেখানে যে সম্বন্ধ থাকে সেখানে সেই সম্বন্ধের অনুভব হলে সেই অনুভব হবে প্রমা'। অর্থাৎ 'তদ্‌বৎ' বলতে বুঝতে হবে—অনুভবে যা বিশেষ্য হয়েছে, তার সঙ্গে প্রকারের কোন সম্বন্ধ থাকবে। ঘটত্ব ঘটে থাকে। ঘটত্বের সঙ্গে ঘটের সম্বন্ধ আছে। এর বিবক্ষিত অর্থ হল—ঘটত্বের সঙ্গে ঘটের যেমন কিছু সম্বন্ধ আছে, ঘটেরও ঘটত্বের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবেই। ঘটত্ব যেমন ঘট সম্বন্ধী, ঘটও তেমনি ঘটত্ব সম্বন্ধী হয়। ঘটত্বে ঘট থাকে না বটে, কিন্তু ঘটত্বে ঘট সম্বন্ধ থাকায় 'ঘটে ঘটত্বম্'—এরূপ অনুভবকে প্রমা বলা যায়। সুতরাং প্রমার লক্ষণের বিরুদ্ধে অব্যাপ্তির আশঙ্কা অমূলক। ("ননু ঘটে ঘটত্বম্ ইতি প্রমায়ামাব্যাপ্তিঃ ঘটত্বে ঘটাভাবাৎ ইতি চেৎ ন। যত্র যৎ সম্বন্ধঃ অস্তি তত্র তৎ সম্বন্ধানুভবঃ ইত্যর্থাৎ ঘটত্বে ঘটসম্বন্ধঃ ইতি ন অব্যাপ্তিঃ")।

সুতরাং যথাযথভাবে প্রমার লক্ষণকে এভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ 'একটি বস্তুর অন্য আর একটি বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকলে, সেখানে যদি এরূপ অনুভব হয় যে, দ্বিতীয় বস্তুটি ঐ অনুভবে প্রকার হয়েছে, তাহলে ঐ অনুভব হবে যথার্থ'। প্রমার এই লক্ষণ—'ঘটে ঘটত্বম্' স্থলে যেমন প্রযোজ্য হবে, তেমনি 'অয়ং ঘটঃ' এস্থলেও প্রযোজ্য হবে। 'অয়ং ঘটঃ' এই অনুভব স্থলে ঘটত্ব প্রকার যেমন ঘটে থাকে, তেমনি ঘটত্বের সঙ্গে সম্বন্ধও ঘটে থাকে। সুতরাং "তদ্‌বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ" প্রমার এই লক্ষণ যথার্থ।

ত. তদভাববতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ অযথার্থঃ। যথা শুক্তৌ ইদং রজতম ইতি জ্ঞানম্। সৈব অপ্রমা ইতি উচ্যতে।

ত. দী. অযথার্থানুভবং লক্ষয়তি তদভাববৎ ইতি। ননু ইদং সংযোগি ইতি প্রমায়াম অতিব্যাপ্তিঃ ইতি চেৎ ন। যদবচ্ছেদেন যৎসম্বন্ধাভাবঃ তদবচ্ছেদেন তৎসম্বন্ধজ্ঞানস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। সংযোগাভাবাচ্ছেদেন সংযোগজ্ঞানস্য ভ্রমত্বাৎ সংযোগাবচ্ছেদেন সংযোগজ্ঞানস্য প্রমাত্বাৎ ন অতিব্যাপ্তিঃ।

অপ্রমা (Non-veridical anubhava)

অন্নংভট্ট যথার্থ ও অযথার্থ ভেদে অনুভবকে দু'প্রকার বলেছেন। যথার্থ অনুভব বা প্রমার লক্ষণ দেওয়ার পর তিনি অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমার লক্ষণ দিয়েছেন।

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে অপ্রমার লক্ষণ দিয়েছেন এভাবে ঃ "তদভাববতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ অযথার্থঃ"। অর্থাৎ 'অপ্রমা হল সেরূপ অনুভব যার প্রকার এমন এক ধর্ম যার অভাব ঐ অনুভবের বিশেষ্যে থাকে'। যেমন, যেখানে শুক্তি (ঝিনুক) আছে, সেখানে 'এটি রজত' ('ইদং রজতম্') এরূপ অনুভব হলে তা হবে অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা। অর্থাৎ বিষয়টিতে যে ধর্মের অভাব আছে অনুভব যদি বিষয়টিকে সেই ধর্ম বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত করে তাহলে সেই অনুভব হবে অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা। শুক্তিতে 'এটি রজত' এরূপ জ্ঞান ভ্রান্তজ্ঞান বা অপ্রমা। 'ইদং রজতম্' এই জ্ঞানে শুক্তি যেমন বিষয় হয়েছে, তেমনি রজতত্বও বিষয় হয়েছে। এই জ্ঞানে শুক্তি বিষয় হয়েছে বিশেষ্য রূপে,

রজতত্ব বিষয় হয়েছে প্রকার রূপে। সাধারণত প্রকার বলতে বিশেষণকে বোঝায়। কিন্তু প্রকার ও বিশেষণের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিশেষণ বস্তুর ধর্ম, প্রকার জ্ঞানের ধর্ম। বিশেষ্য জ্ঞানের সেই অংশ যা কিছুর দ্বারা বিশেষিত। প্রকার জ্ঞানের সেই অংশ যা এই বিশেষ্যকে অন্য বিশেষ্য হতে বিশেষিত করে বা পৃথক করে। শুক্তিস্থলে 'ইদং রজতম্' এরূপ অনুভব শুক্তি বিশেষ্যক রজতত্ব প্রকারক অনুভব। এই অনুভব অযথার্থ। শুক্তিস্থলে 'এটি রজত' বলে অনুভব হলে, সেই অনুভবের বিষয় শুক্তি হচ্ছে উক্ত অনুভবের বিশেষ্য এবং রজতত্ব হচ্ছে প্রকার। রজতত্ব ধর্মটি শুক্তিতে বস্তুত নাই, শুক্তিতে বস্তুত রজতত্বের অভাব আছে। শুক্তি-রজত অনুভব স্থলে 'শুক্তিনিষ্ঠ বিশেষ্যতা থাকলেও ঐরূপ বিশেষ্যতানিরূপিত শুক্তিনিষ্ঠ প্রকারতা থাকে না, কিন্তু রজতনিষ্ঠ প্রকারতা থাকে'। রজতত্বের অভাবের অধিকরণে শুক্তিতে রজতত্ব প্রকারক অনুভব হওয়ায় উক্ত অনুভব অযথার্থ।

অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় অপ্রমার লক্ষণের বিরুদ্ধে অতিব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা করেছেন। তিনি বলেছেন—'ইদং সংযোগি' এটি প্রমা, কিন্তু অপ্রমার লক্ষণ এস্থলে সমন্বয় হয়ে যায়। ফলে অপ্রমার লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়।

ব্যাপারটি এভাবে বোঝান যেতে পারে। ন্যায়মতে সংযোগ একটি গুণ; আবার সংযোগ সম্বন্ধও বটে। কিন্তু সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি। কেননা রূপ বা অন্যান্য গুণের মত সংযোগ যে দ্রব্যে থাকে তার সর্বাংশে থাকে না। যদি কোন বৃক্ষের উপরিভাগে একটি কপি (বানর) বসে থাকে তাহলে বলা যায়—'বৃক্ষ কপিসংযোগবান্'। কিন্তু বৃক্ষের সর্বাংশে কপিসংযোগ আছে তা বলা যায় না। বৃক্ষের উপরিভাগে কপিসংযোগ থাকলেও বলা যায়, বৃক্ষের নিম্নভাগে কপিসংযোগ নাই, যেহেতু সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি। সুতরাং এ স্থলে 'বৃক্ষ কপিসংযোগবান্' যেমন বলা যায়, তেমনি 'বৃক্ষ কপিসংযোগ-অভাববান্'ও বলা যায়। 'বৃক্ষ কপিসংযোগবান্' অনুভবটি প্রমা, যেহেতু এই অনুভবে যে ধর্মটি ('কপিসংযোগ') প্রকার হয়েছে, তা বিশেষ্যে (বৃক্ষে) আছে। কিন্তু সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ায় দেখান যায়, 'কপিসংযোগ' প্রকারটি বিশেষ্যে (বৃক্ষে) নাই। বৃক্ষের উপরিভাগে কপিসংযোগ থাকলেও বৃক্ষের নিম্নভাগে কপিসংযোগ না থাকায় কপিসংযোগাভাবের অধিকরণে বৃক্ষে কপিসংযোগপ্রকারক অনুভব হওয়ায় 'বৃক্ষকপিসংযোগবান্' অনুভবটিতে অপ্রমার লক্ষণ সমন্বয় হয়ে গেল। অথচ বাস্তবিক এই অনুভবটি যথার্থ। এভাবে প্রমাস্থলে অপ্রমার লক্ষণ সমন্বয় হওয়ায় অপ্রমার লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষদুষ্ট হয়।

অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় অপ্রমার লক্ষণের বিরুদ্ধে এই আপত্তি নিরসন করেছেন। তিনি বলেছেন—তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত অপ্রমার লক্ষণের প্রকৃত বিবক্ষা যদি মনে রাখা যায়, তাহলে ঐ অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না। তিনি বলেছেন—"ননু ইদং সংযোগি ইতি প্রমায়াম্ অতিব্যাপ্তিঃ ইতি চেৎ ন যদবচ্ছেদেন যৎসম্বন্ধাভাবঃ তৎ অবচ্ছেদেন তৎসম্বন্ধজ্ঞানস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।" অর্থাৎ 'যে অবচ্ছেদে যে সম্বন্ধের অভাব আছে সেই অবচ্ছেদে সেই

সম্বন্ধের জ্ঞান হলে তা হবে অযথার্থ অনুভব, অপ্রমা বা ভ্রম। 'অবচ্ছেদ' শব্দের পারিভাষিক অর্থ হল 'বিশিষ্ট অংশ'। 'বৃক্ষ কপিসংযোগবান্' এরূপ জ্ঞান হলে তা হবে যথার্থ, যেহেতু বৃক্ষের কোন্ বিশিষ্ট অংশে (অবচ্ছেদে) কপিসংযোগ আছে তা এই বাক্য ঘোষণা করে না এবং নিশ্চিতভাবেই বৃক্ষে কপিসংযোগ আছে, যদিও বৃক্ষের নিম্নভাগে ঐ সংযোগ নাই। 'বৃক্ষের এক বিশিষ্ট অংশে কপিসংযোগ আছে' জ্ঞানটি যদি এরূপ হত তবেই ঐ জ্ঞানকে ভ্রান্ত বলা যেত। অথচ আমাদের জ্ঞান হয় 'বৃক্ষে কপিসংযোগ আছে' ('বৃক্ষ কপিসংযোগবান্')। বৃক্ষের নিম্নভাগে কপিসংযোগ নাই, অথচ যদি 'বৃক্ষের নিম্নভাগে কপিসংযোগ আছে' এরূপ জ্ঞান হয়, তবেই তা হবে অযথার্থ। তাই অন্নংভট্ট দীপিকায় বলেছেন—"সংযোগাভাবাবচ্ছেদেন সংযোগজ্ঞানস্য ভ্রমত্বাৎ সংযোগাবচ্ছেদেন সংযোগজ্ঞানস্য প্রমাত্বাৎ ন অতিব্যাপ্তিঃ"। অর্থাৎ 'যে বিশিষ্ট অংশে সংযোগের অভাব আছে সেই বিশিষ্ট অংশে সংযোগের জ্ঞান হলে তা হবে ভ্রম। আর যে বিশিষ্ট অংশে সংযোগ আছে সেই বিশিষ্ট অংশে সংযোগের জ্ঞান হলে তা হবে প্রমা'। তাই অপ্রমার লক্ষণের বিরুদ্ধে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা অমূলক। সুতরাং "তদভাববতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ অযথার্থঃ" অপ্রমার এই লক্ষণ যথার্থ।

ত. যথার্থানুভবঃ চতুর্বিধঃ প্রত্যক্ষানুমিতি উপমিতি শাব্দভেদাৎ। তৎকরণমপি চতুর্বিধং প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দভেদাৎ।

ত. দী. যথার্থানুভবং বিভজতে যথার্থেতি। প্রসঙ্গাৎ প্রমাকরণং বিভজতে তৎকরণম্ ইতি। প্রমাকরণম্ ইত্যর্থঃ। প্রমায়াঃ করণং প্রমাণম্ ইতি প্রমাণসামান্যলক্ষণম্।

প্রমা ও প্রমাণের শ্রেণীবিভাগ

অন্নংভট্ট যথার্থ অনুভব বা প্রমার লক্ষণ দেওয়ার পর যথার্থ অনুভবের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে বলেছেন—যথার্থ অনুভব চার প্রকার ঃ প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ। যথার্থ অনুভবের করণও চার প্রকার ঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

প্রমা মানে যথার্থ অনুভব। প্রমা বা যথার্থ অনুভব যার দ্বারা হয়, তাই প্রমাণ। অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় বলেছেন—'প্রমার করণকে প্রমাণ বলে। প্রমাসমূহের যা করণ তাই প্রমাণ। এটিই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ' ("প্রমা করণম্ ইত্যর্থঃ। প্রমায়া করণং প্রমাণম্ ইতি প্রমাণসামান্য লক্ষণম্")। যেমন, ঘটস্থলে 'এটি ঘট' ('অয়ং ঘটঃ')—এরূপ অনুভব যথার্থ বা প্রমা। চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ঘটের সংযোগ (সন্নিকর্ষ) হলে ঘটের যে অনুভব হয় তাই প্রত্যক্ষ প্রমা। ঐ প্রত্যক্ষ প্রমার করণ হল চক্ষুরিন্দ্রিয়। তাই চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষপ্রমাণ। চক্ষু (করণ)→ঘট (বিষয়)→সন্নিকর্ষ (ব্যাপার)—ঘটের প্রত্যক্ষ।

ত. অসাধারণং কারণং করণম্।

ত. দী. করণলক্ষণমাহ অসাধারণেতি। সাধারণকারণে দিককালাদৌ অতিব্যাপ্তি বারণায় অসাধারণেতি।